১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক এবং সংগীতজ্ঞ সহ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য। তাঁর ডাকনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে হিন্দুধর্ম তথা বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বধর্ম মহাসভায় ভারত ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন।



শনিবার, ২৭ পৌষ ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ২৩৪ সংখ্যা

# পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোটের কথা বলেন, এখন জোটের কথাও বলছেন। তিনি বলছেন, বিজেপি পুরোনো বন্ধুত্ব বজায় রাখে। জোটের রাস্তা খোলা আছে। সম্প্রতি এনডিএ ছেড়ে গিয়েছে ছোটো শরিকদের কেউ কেউ। আবার কোনো শরিক ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। লোকসভা ভোটের আগে বিরোধীরা যেমন মহাজোটে গুরুত্ব দিচ্ছে, শাসক বিজেপি–ও তাই জোটে আগ্রহ রাখছে। বন্ধুত্ব বজায় রাখার কথা বলছে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তারা কিছু সিদ্ধান্তও ঘোষণা করছে, যা এককথায় চমকপ্রদ। সম্প্রতি গৃহীত এইসব সিদ্ধান্তে সরকারের পূর্ব ঘোষিত নীতি থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসার বিষয় লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। সরকার কিছু পূর্ব সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছে, যেন পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। স্মরণ করা যেতে পারে, নোট বাতিলের পরপরই হঠাৎ করে দেশে জিএসটি চালু করেছিল মোদি সরকার। জিএসটির ঘোষিত হার নিয়ে তখন সমালোচনার ঝড় ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তখন সেসব কথায় কান দেননি। বরং পালটা যুক্তি দিয়ে বিরোধীদের বক্তব্যের অসাড়তা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। সময় গড়াতেই তাঁদের আত্মোপলব্ধি হয়েছে মনে হয়। বিশেষ করে পাঁচ রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনে দলের হারের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের কাজকর্ম এবং পূর্ব সিদ্ধান্তগুলির পুনর্বিবেচনা যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে ২৩টি পণ্য ও পরিসেবার ক্ষেত্রে জিএসটির হার কমিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে খুশি করার প্রয়াস নিয়েছিল মোদি সরকার। সরকারের ওই সিদ্ধান্তে কিছু পণ্যের দাম হ্রাস পায়। এবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে জিএসটি ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। এতদিন বছরে কুড়ি লক্ষ টাকার ব্যবসা করা সংস্থাগুলিকে জিএসটি দিতে হত না। উত্তর–পূর্ব ভারতের এই ধরনের সংস্থাগুলির জন্য ঊর্ধ্বসীমা ছিল বছরে দশ লক্ষ টাকা। এবার সেই ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে হল যথাক্রমে চল্লিশ লক্ষ ও কুড়ি লক্ষ টাকা। কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলিকে বিরোধীরা দেখছে লোকসভা ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে। নোট বাতিল এবং তারপরে জিএসটি দেশে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া তীব্র হয়ে ওঠে চাকরির জন্য হাহাকার। বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে দুই কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়ার। কথা রাখতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে মোদি সরকার। সেই ব্যর্থতা এবং পরপর ভুলের ক্ষতে তাই প্রলেপ দেওয়া শুরু হয়েছে। আর সেই সূত্রেই আসছে চমকপ্রদ সব সিদ্ধান্ত। বিরোধীরা সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। বলছেন, হারিয়ে যাওয়া ভোটব্যাংক ফিরে পেতেই এই মরিয়া প্রয়াস। নইলে পূর্ব সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার এই তৎপরতা দেখা যেত না। এবার লোকসভা ভোটে কী কী বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে? সম্ভাব্য বিষয়গুলিতে নিশ্চয় নজর রয়েছে। রেল নিয়েও সাধারণের মধ্যে নানা অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এ দিকটাও উপেক্ষিত থাকছে না। এবার রেলযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রেলমন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, ট্রেনে ডাকাতি রুখতে এবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে রেলের আন্তঃজোনাল অঞ্চলগুলিতে তৈরি হচ্ছে স্পেশাল স্কোয়াড। এবার থেকে নিরাপত্তা অটুট রাখতে ট্রেনের সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গেই মিশে থাকবেন সাদা পোশাকের রেল পুলিশকর্মীরা। এটা করা হচ্ছে চটজলদি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে। উল্লেখ্য, রেলযাত্রা এখন আর নিরাপদ নয়। দুর্ঘটনা, বিলম্বে ট্রেন চলাচল, পরিসেবাজনিত দুর্ভোগ ইত্যাদি তো রয়েছেই। তবে তার চাইতেও যেটা বেশি দুশ্চিন্তার তা হল ট্রেনে যাত্রী নিরাপত্তা। গত বুধবার রাতেও এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে রেখে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এটি বিহারের মুঙ্গেরের ঘটনা। নয়াদিল্লি–ভাগলপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। মাঝ স্টেশনে চেন টেনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে লুটপাট চালানো হয়। কিন্তু এত সময় ধরে লুটপাট চললেও কোনো পুলিশের দেখা মেলেনি। রেলযাত্রীরা কোনো নিরাপত্তারক্ষীর সাহায্য পাননি, কেননা ট্রেনে কোনো রক্ষীই নাকি ছিল না। ট্রেনে ডাকাতি, ছিনতাই, মদ্যপদের উৎপাত ইত্যাদি বেড়েছে। রেলমন্ত্রক বারবার আশ্বাস দিলেও এসব রোধ করতে পারেনি। ফলে স্পেশাল স্কোয়াড গঠন বা যাত্রী সেজে যাত্রীদের সঙ্গে সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীদের মিশে থাকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যাত্রীসাধারণকে স্বস্তি দেওয়ার লক্ষ্যেই। ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরের মতো রেলেও সিকিউরিটি চেক–ইন নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। অর্থাৎ রেলে যাত্রী নিরাপত্তা যে গুরুত্ব পাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে। লোকসভা ভোটের আগে এই পর্যন্ত গৃহীত সব সিদ্ধান্ত অতি অবশ্যই কৌতূহল জাগানোর মতো। আগামীতে ভোটকে সামনে রেখে আরও কিছু জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় কিনা এবং হলে তা কোন কোন ক্ষেত্রে, তাই এখন দেখার।

## অমৃতধারা



শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে স্থূল অর্থেই অবতার বলে মনে করতেন, যদিও এর ঠিক কী অর্থ, তা আমি বুঝতে পারতাম না। আমি বলতাম, বৈদান্তিক অর্থে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম। দেহত্যাগের ঠিক কয়েকদিন আগে তাঁর খুবই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমি যখন মনে মনে ভাবছি– দেখি, এই কষ্টের মধ্যেও তিনি নিজেকে অবতার বলতে পারেন কিনা– তখনই তিনি আমাকে বললেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে–ই এ দেহে রামকৃষ্ণ , তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' তিনি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন– এ জন্য অনেকে আমাকে ঈর্ষা করত। যে কোনো লোককেই দেখামাত্র তিনি তার চরিত্র বুঝে নিতেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর সে মতের আর পরিবর্তন হত না। আমরা কোনো মানুষকে বিচার করি যুক্তি দিয়ে, সে জন্য আমাদের বিচারে থাকে ভুলত্রুটি। তাঁর ছিল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। কোনো কোনো ব্যক্তিকে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বা 'ভেতরের লোক' বলতেন– তাদের তিনি তাঁর নিজস্ব সম্বন্ধে গোপন তত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের রহস্য শেখাতেন। ওই অন্তরঙ্গ তরুণদের তিনি তাঁর কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতেন, অনেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তাতে তিনি কান দিতেন না। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গদের মধ্যে শোষোক্তদের কাজকর্ম দেখে প্রথমোক্তদের তুলনায় তাদের প্রতিই আমার অনেক বেশি ভালো ধারণা হয়েছিল। তবে অন্তরঙ্গদের প্রতি আমার ছিল অন্ধ অনুরাগ। আমি ওই ব্রাহ্মণ পূজারিকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসি। সুতরাং তিনি যা ভালোবাসেন,যাঁকে তিনি মান্য করেন– আমিও তাই ভালোবাসি,তাঁকে আমিও মান্য করি। সাধারণত তিনি দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা না দেওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। তবে তিনি আমাকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন– এর আগে আমি ছিলাম দ্বৈতবাদী।

–স্বামী বিবেকানন্দ

## শব্দরঙ্গ ■ ২১৯৯

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ★ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ★ | ★ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ১২ | | ১৩ | ★ | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১৪ | | | ★ | ১৫ | | | |

**পাশাপাশি ঃ** ১। মিথ্যা ভাষণ, অস্বীকার, গোপন ৩। বায়ুরোগ, খ্যাপাটে ভাব ৫। শিক্ষার্থী, কোনো বিষয়ে শিক্ষারত ৭। মোটা পশমের কাপড় ৯। খাল, ক্ষীণ জলধারা ১১। ভণ্ড ১৪। সম্মান, আদর, খ্যাতি ১৫। বড়ো মাঠ, প্রান্তর।

**উপর–নীচ ঃ** ১। সম্পূর্ণ নতুন, অপূর্ব, নব–উদ্ভাবিত ২। নদিয়া জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ৩। খর্বাকৃতি মানুষ, বিষ্ণুর এক অবতার ৪। মাটি বা ধাতুর তৈরি বড়ো জলপাত্র, কুম্ভ ৬। দেব প্রতিমা, দেহ বা শরীর, কলহ বা যুদ্ধ ৮। দলপতি, সর্দার, গল্প–নাটক ইত্যাদির প্রধান চরিত্র ১০। হিজরি সালের একটি মাস ১১। ব্যবসায়ী, সওদাগর ১২। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি শ্রেণি ১৩। পা, পদক্ষেপ।

### সমাধান ■ ২১৯৮

**পাশাপাশি ঃ** ১। চার্বাক ৩। বপু ৫। তক ৬। কানন ৮। পিশিত ১০। বচসা ১২। নিকারি ১৪। দাব ১৫। নব ১৬। কন্দর।

**উপর–নীচ ঃ** ১। চাপাচাপি ২। কতশত ৪। পুলিন ৭। নথ ৯। শনি ১০। বকবক ১১। সাতনর ১৩। কাঞ্চন।

# আজকের দুর্দশায়, অজ্ঞতায় ভরসা যুবসমাজ

**ভারত পরিক্রমাকালে স্বামীজি দেখেছিলেন ভারতবাসীর দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অজ্ঞতা। আর এইসব থেকে মুক্তির জন্য তিনি চেয়েছিলেন যুবসমাজের সহযোগিতা। যুবকদের ওপরই ছিল তাঁরা ভরসা, লিখেছেন স্বামী গিরিশাত্মানন্দ।**




যুবসমাজই ভারতের অন্যতম শক্তি। এই শক্তি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন। এই শক্তির সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। যুবশক্তির গুরুত্বের কথা ভেবে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৮৫ সালকে যুব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। রাষ্ট্রসংঘের লিসবন কনফারেন্সে উন্নয়ন, শান্তিস্থাপন, শিক্ষা, বেকারত্ব দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ড্রাগ সেবন তথা তামাকজাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুবকদের অংশীদারিত্ব চাওয়া হয়। এই সভায় প্রত্যেক দেশকে তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো কোনো দিন 'যুব দিবস' পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারত সরকারও ১৯৮৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে জাতীয় যুব দিবস রূপে চিহ্নিত করে এবং পরবর্তী বছর থেকে দিনটি যুব দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ১৯৮৫ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি যুব দিবসে এক বেতার ভাষণে যুবকদের তথা জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও তাঁর বাণী অনুধাবন ও অনুসরণ করুন। ওই বছর সরকারি তরফে ঠিক হয় স্বামীজির মানবিকতা, দেশগঠনে নারীজাতির ভূমিকা, সমাজবাদের চিন্তাধারা তুলে ধরা হবে। ভারত পরিক্রমাকালে স্বামীজি দেখেছিলেন ভারতবাসীর দারিদ্র্য, দুর্দশা এবং অজ্ঞতা। এগুলি তাঁকে কষ্ট দিত। তিনি অনুভব করেছিলেন কীভাবে পাশ্চাত্য জাতির গৌরব ও মাহাত্ম্যে মুগ্ধ তথাকথিত উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ তাদের নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির গৌরব ও মাহাত্ম্য সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে বৈদেশিক শাসনাধীন দাসত্বে নিমজ্জিত। তাদের মধ্যে না আছে বর্তমান অবনতি সম্পর্কে সচেতনতা, না আছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশা। তিনি আলোয়ারে এক আলোচনা সভায় যুবকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত না করতে পারছ, ততক্ষণ তোমরা থেমো না। সেটাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এই শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে। আজ স্বামীজি স্থূল শরীরে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আছে তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভার, যা জ্বলন্ত আদর্শ ও তীব্র বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত। যার অনুধ্যান প্রয়োজন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ভারতের শিক্ষিত লোকদেরও আবার নতুন করে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন। তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই দেশে নিত্যনতুন সমস্যা গড়ে তুলছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় সমস্যার নিরাকরণ, কিন্তু এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ঘটছে তার বিপরীত। এই সমস্যার সমাধান করে দেশের কল্যাণকল্পে প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলি থেকে।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আকর্ষণে তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের বেশিরভাগই শিক্ষিত যুবসমাজের প্রতিনিধি। স্বামী বিবেকানন্দকে যাঁরা সবসময় ঘিরে থাকতেন, তাঁরাও বেশিরভাগ যুবক। গুরুর ন্যায় তিনিও তাঁদের ভালোবাসা দিয়ে বুকে টেনে নিতেন। তাঁদের উপর প্রবল আস্থা স্থাপন করতেন। তাঁদের দ্বারা যে অসাধ্যসাধন সম্ভব, সেই বিশ্বাস তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন। বর্তমান সমাজে যুবকদের সম্পর্কে শোনা যায়– যুবসমাজ উচ্ছৃঙ্খল, তারা অকর্মণ্য, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তাদের নেই, কোনো বড়ো কাজ করার যোগ্যতা তাদের নেই। এ যে কত বড়ো অসত্য ও অপপ্রচার, তা আমরা স্বামীজির বই পড়লে বুঝতে পারব। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিশ্ববিজয় করে যখন তিনি দেশে ফিরলেন, তখনও কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল যুবসমাজ। সারা ভারতে সেদিন যুবসমাজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটেছিল। নানা স্থানে তাঁকে দেওয়া অভিনন্দনের উত্তরে তিনি প্রধানত যুবকদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে জাগ্রত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন, দেশমাতার সেবাব্রতে আত্মনিয়োগের ডাক দিয়েছেন, আত্মত্যাগ ও আত্মসংবরণের সাধনায় নিজেদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বলেছেন।

স্বামীজি ভারতবর্ষ থেকে অশিক্ষা, দাসসুলভ মনোবৃত্তি, কুসংস্কার, জাতিভেদপ্রথা, সর্বোপরি অলসতা দূর করতে চেয়েছিলেন। এই কাজে স্বামীজি যুবসমাজের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। নতুন ভারত গঠনের জন্য আজকের যুবসমাজকে তিনি তিনটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন– চাই ইচ্ছাশক্তি, চাই আত্মবিশ্বাস, চাই হৃদয়বত্তা। নতুন ভারত গঠনের জন্য চাই বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী কিছু যুবক। স্বামীজি ঘোষণা করেছিলেন, জনসাধারণ ও স্ত্রীজাতির উন্নয়ন যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতের অগ্রগতি সম্ভব নয়। সেজন্য আমাদের জোর দিতে হবে স্ত্রীজাতির শিক্ষায়। স্ত্রীজাতির ব্যক্তিস্বাধীনতায় বা তাদের অন্তর্নিহিত ধর্মভাবে হাত দেওয়া চলবে না। স্বামীজির মতে, প্রকৃত ধর্মের অর্থ– আত্মা বা ব্রহ্মে, চিরন্তন সত্যে আস্থা। নিজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অপরের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। স্বামীজি প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন হয়েও গতিশীলতার মূর্ত প্রকাশক ছিলেন। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে স্বামীজি তাঁর প্রভাব রেখে গিয়েছেন ধর্মকে বর্জন করে নয়, বরং ধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে যুবসমাজের মাধ্যমে তিনি ভারতকে একটি আধুনিক, শিল্পসমৃদ্ধ জাতিতে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। যুবকদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান ছিল– হে... যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দেবে না ? তোমরা যদি ভরসা করে আমার কথায় বিশ্বাস করো, তবে আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড়ো গৌরবময়। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখো, যেমন বাল্যকালে আমার ছিল। আর সেই বিশ্বাসবলেই আমি এখন এ সকল কঠিন কার্যসাধনে সমর্থ হচ্ছি। তোমরা প্রত্যেকে নিজের প্রতি এই বিশ্বাসসম্পন্ন হও যে, অনন্ত শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে।

স্বামীজির আহ্বানে সেই সময়কার যুবসমাজ, বিশেষ করে যাঁরা বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, স্বামীজির আদর্শ গ্রহণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন, সকল সামাজিক বিবর্তন এবং পরিবর্তনে একমাত্র যুবসমাজই প্রকৃত বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। যুবসমাজের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি বারবার তাঁদের বিপ্লবী অগ্রনায়কের ভূমিকা পালনের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিটি বিপ্লবী সংগঠনের কার্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি লাগানো থাকত, স্বামীজির লেখা বই পড়া হত বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায়। স্বামীজি বহুবার বলেছেন, উদীয়মান যুবকদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। তারাই সাহসিকতার সঙ্গে সমাধান করবে সেই সব সমস্যা যা দেশের উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ। স্বামীজি যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন–এখনই প্রকৃষ্ট সময় তোমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ পথ ঠিক করে নেওয়ার। যতক্ষণ তোমাদের যৌবনের শক্তি ও সজীবতা থাকবে ততক্ষণই উপযুক্ত সময়। প্রতিটি যুবকের মধ্যে অশেষ শক্তি আছে এবং বিভিন্ন পন্থায় সে সেই শক্তির প্রকাশ ঘটাতে চায়। এতে বাধা এলেই সে বিদ্রোহ করে। এই তার স্বভাব। সে তার কাজের এবং চিন্তার সামাজিক স্বীকৃতি চায়। সে চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা। স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন, অশেষ শক্তির আধার এই যুবশক্তিকে একমাত্র ভালোবাসার মাধ্যমেই দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। যুবকরা ভাবপ্রবণ। তারা যুক্তির চেয়ে ভাবপ্রবণতাকে শ্রদ্ধা করে। সঙ্গে সঙ্গে যুবকদের এই ভাবপ্রবণতাকে শিক্ষার মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী করার কথাও বলেছেন তিনি।

আজকের যুবসমাজ যদি জেগে ওঠে তবে যুববাহিনীর সম্মিলিত প্রতিরোধে যেকোনো অবিচার এবং জনশোষণ রোধ করা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সমস্ত কাজ সরকার দ্বারা করা অসম্ভব। সব কর্মপ্রার্থীর সরকারি চাকরি দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ফলে যুবসমাজকে একই সঙ্গে জীবিকা ও জনসেবা যৌথ দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। স্বামীজি এই জনসেবার কাজকে করুণা বিতরণ মনে করেননি, পূজা মনে করেছেন। স্বাধীনতার প্রায় পঁচাত্তর বছর হতে চলল, দু–চারটি ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও সমগ্র ভারতবর্ষে অবক্ষয়ের চিহ্নই প্রবল। এই নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের আবার প্রয়োজন স্বামীজির নির্দেশ। স্বামীজি ঋষির দৃষ্টি নিয়ে ভারতের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আজকের যুবক–যুবতিদের স্বামীজির এই সব লেখা পড়া দরকার।

*লেখক সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ মঠ, কোচবিহার।*

> **স্বামীজি জনসেবার কাজকে করুণা বিতরণ মনে করেননি, পূজা মনে করেছেন। স্বাধীনতার প্রায় পঁচাত্তর বছর হতে চলল, দু–চারটি ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও সমগ্র ভারতবর্ষে অবক্ষয়ের চিহ্নই প্রবল। এই নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের আবার প্রয়োজন স্বামীজির নির্দেশ।**

## জনমত

**মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন**

### ধর্মের নামে মানুষ নিজেদের বিভক্ত করে চলেছে

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের কথা ভাবলে একটা দুঃসহ ছবি মনে ফুটে ওঠে। প্রকৃতির সৃষ্টি মানুষকে মানুষ ধর্মের নামে আলাদা করছে নানান ছলে। কেরলের শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই। সম্প্রতি দুজন মহিলা প্রবেশ করেছিল মন্দিরে। মন্দির নাকি তাতে অশুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই মন্দির শুদ্ধিকরণ চলছে। ওই রাজ্যের অশান্তি এখন ছড়িয়ে পড়েছে অন্য রাজ্যেও। আর এক রাজ্যে শিবমন্দিরে বছরে একদিন দলিতদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় এবং এরপর শুরু হয় মন্দির শুদ্ধিকরণের কাজ। মানুষের জন্য ধর্ম, সেই মানুষ মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দির অশুদ্ধ হয়। বিচিত্র বিধান। উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর মন্দিরে দলিতদের প্রবেশাধিকার নেই। আবার দাক্ষিণাত্যের একটি মন্দিরে ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্টের উপর দিয়ে দলিতদের শুয়ে পড়ে গড়িয়ে যাওয়ার চল রয়েছে। হিন্দু ধর্মালম্বীরা নিজেরাই নিজেদের বিভক্ত করে চলেছে। তারা এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে ? কিছুদিন আগে দশজন আইসিস গ্রেফতার হয়েছে। এদের কাছ থেকে বোমা এবং আরও অনেক কিছু উদ্ধার হয়েছে। ভয়ংকর ধর্মীয় হিংসার প্রতীক এরা।

ধর্ম শান্তির পথ দেখায়। এখন ধর্ম চলেছে অশান্তির পথে। মানুষ যে পথে চলে মনের শান্তি পায় তাই ধর্ম। পথ আলাদা হতে পারে কিন্তু মূল লক্ষ্য তো একই। ধর্ম এখন দিগভ্রষ্ট।



প্রকৃতি তার আপন নিয়মে চলেছে। মানুষের মস্তিষ্ক যা প্রকৃতিরই অবদান, বিজ্ঞানীরা সেই প্রকৃতির নিয়মগুলো আবিষ্কার করে মানুষের কাজে লাগিয়ে তাদের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছে। মহান মানুষরা নানান ধর্মের পথ বের করে মানুষের শান্তির পথ ঠিক করে দিয়েছে। সেই ধর্মই এখন বিপথে।

ঠিক এমন একটা অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ যখন চলছে তখন রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের পক্ষ থেকে স্বামী সুবীরানন্দ কলকাতার আর্চ বিশপ থমাস ডি'সুজাকে ২৫ ডিসেম্বর জিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে তাঁদের গোলপার্ক ইনস্টিটিউটে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পরস্পরের ধর্মকে জানার প্রয়োজনে। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বলেন, জিশুখ্রিস্ট ভালোবাসা এবং শান্তির বাণী প্রচার করেছেন, কিন্তু কিছু মানুষ তার ভুল ব্যাখ্যা করছে।

প্রতি বছর বেলুড় মঠে জিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে মঠের সন্ন্যাসীরা মঠের মুখ্য প্রার্থনা কক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুসারে মা মেরির কোলে শিশু জিশুর মূর্তির সামনে ফুল ও মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। এ এক শিক্ষণীয় বিষয়। বর্তমান সময়ে। অন্যদিকে, স্বামী সুবীরানন্দ বলেন, 'আমরাই পৃথিবীতে একমাত্র সংগঠন যেখানে বিভিন্ন ধর্মের সন্ন্যাসীরা এসে যুক্ত হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে সমস্ত ধর্মের সন্ন্যাসীরা আছেন– খ্রিস্টান, মুসলিম, জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ। ইরানে আমাদের মুসলিম সন্ন্যাসী আছেন, তেমনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমাদের আছে খ্রিস্টান সন্ন্যাসী।

বাংলার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আগামীদিনে ভারতকে তথা জগতকে শান্তির পথ দেখাবে। এই আশাই রাখি।

**শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

### বরেণ্য মহাপুরুষ

আমার চোখে স্বামী বিবেকানন্দ একজন মহান পুরুষ। এই মহান মনীষীকে না জানলে, না চিনলে ভারতবর্ষকে জানা বা চেনা যায় না। ১২ জানুয়ারি এই বিশ্ববরেণ্য বাঙালি তথা ভারতের অন্যতম মহাপুরুষের জন্মদিন। আজও বহু মানুষ তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চলেছে। আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শতসহস্র প্রণাম ও ধন্যবাদ জানাই।

আমার চোখে আরেক মহাপুরুষ হলেন সুভাষচন্দ্র বসু, আমাদের সকলের প্রিয় 'নেতাজি'। তাঁর মতো স্বদেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ আমি আর কাউকে দেখিনি। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, লেখক যে ভূমিকাই তিনি নিয়েছেন সেখানেই তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আগামী ২৩ জানুয়ারি এই মহান মানুষটির জন্মদিন। আমী তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বাঙালির জীবনের ন্যূনতম চাহিদার অন্যতম হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বাঙালির জীবনে ও মননে চিরন্তন ইঙ্গিত। এত বছর বাদেও তিনি আমাদের জীবনে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ২৫ বৈশাখ তাঁর জন্মদিনে তাই অকৃত্রিম ভালোবাসার উৎসব হয়। তাঁকেও জানাই শতসহস্র প্রণাম।

**শান্তি মুখুটি**
**পাণ্ডাপাড়া, শেষবাতি, জলপাইগুড়ি।**

### পুরসভাকে ধন্যবাদ

কোচবিহার জেলার দিনহাটা একটি অন্যতম ব্যস্ত শহর হিসেবে পরিচিত। এই শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা ম্যাস্টিক বা রাবার সোলিং করা হয়েছে। এমনকি রাস্তার দুই ধারে এলইডি লাইট লাগানো হয়েছে। ইদানীংকালে দেখা যাচ্ছে, দিনহাটার রাস্তার ডিভাইডারের মাঝে লাইটের খুঁটি বসানো হচ্ছে নতুন করে লাইট লাগানোর জন্য। এটা সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে বড়ো একটা দিক। এতে যেমন শহর আলোকিত হবে, তেমনি শহরের শোভা বৃদ্ধি পাবে। তাই দিনহাটা পুরসভাকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ।

**সঞ্জয় পাল,**
**গোধূলিবাজার, দিনহাটা।**

### আলকাপ

আলকাপ ধর্মনিরপেক্ষ লোকনাট্য হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ে বেশি সমাদৃত। আলকাপ শব্দের অর্থ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সাধারণ অর্থ রঙ্গরসিকতা। আলকাপের মূল আঙ্গিক ছিল দ্বৈতগীতি বা ডুয়েট। যদিও বর্তমানে যাত্রাপালার প্রভাব পড়েছে। মনে রাখা জরুরি, আলকাপ পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, তাতে গ্রাম্য জীবনচিত্র থাকে। আলকাপ দলে থাকেন খলিফা বা ওস্তাদ। গানে সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার জট দেখানো হয়, যার সমাধানে এগিয়ে আসেন মোড়লরূপী খলিফা। আলকাপে বাস্তব অর্থাৎ সত্য চিত্র উপস্থাপন করা হয়।

আলবত বা আলবাত শব্দের অর্থ 'অবশ্যই' অর্থাৎ 'সত্যকথা'। অভিধান অনুযায়ী 'আল' শব্দটি আরবি এবং অর্থ 'সত্য'। আবার 'কাপ' শব্দের মূলে রয়েছে সংস্কৃত 'কপট' শব্দ। উল্লেখ্য, নাটক–নাটিকা এক ধরনের 'কপট' কথোপকথন। তাই কাপ কৌতুক বা ব্যাঙ্গরস সৃষ্টিকারী শিল্প। সুতরাং 'আলকাপ' আরবি–সংস্কৃত মিশ্র শব্দ, অর্থ দাঁড়ায়– সত্যকে ব্যাঙ্গনাটকের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থাপন করা। সত্য–মিথ্যার পৃথকীকরণই হচ্ছে আলকাপ।

**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
**কালিয়াগঞ্জ।**

### পিকনিক মরশুমের ভাবনা

ডিসেম্বর–জানুয়ারি পিকনিকের মরশুম। পাড়ার অলিতে–গলিতে, মহল্লায় চলছে দেদার পিকনিকের আয়োজন। সবাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে তরাই, ডুয়ার্সের পার্বত্য পিকনিক স্পটগুলির উদ্দেশ্যে। আর আজকাল পিকনিক মানেই উচ্চগ্রামে সাউন্ডবক্স আর ডিজের দাপট। আনন্দের আতিশয্যে কেউবা পার্টি করছে সারারাত ব্যাপি।

এসব করতে গিয়ে আমরা হামেশাই ভুলে যাচ্ছি আমাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশীর কথা। পাড়ার যে বাড়িটিতে সদ্য কেউ প্রয়াত হয়েছেন এবং এখনও যাঁরা শোক সামলে উঠতে পারেননি কিংবা যে পরিবারগুলিতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তি তাঁদের কথা আমরা মাথায় রাখি না।

ভুলে যাই সেই সব রোগীদের কথা যাঁরা হৃদরোগে আক্রান্ত এবং এক রাত না ঘুমোতে পারলে পরদিন আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভুলে যাই সেই সব ছাত্রছাত্রীদের কথা যারা একটু বেশি রাত পর্যন্ত শান্ত পরিবেশে পড়াশোনা করতে অভ্যস্ত।

তাই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আর একটু সচেতন হওয়া জরুরি। আনন্দ–উৎসব অবশ্যই করব, কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটা যেন কখনওই অন্যের দুঃখ–কষ্টের কারণ না হয়ে ওঠে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের প্রতিটি মানুষের কথা স্মরণে রাখা মানুষের কর্তব্য।

**সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
**৩ নম্বর ওয়ার্ড, মেখলিগঞ্জ।**

### ময়নাগুড়ি সবজি বাজার

ময়নাগুড়ির সবজি বাজারের ব্যবসায়ীরা ময়নামাতা কালীবাড়ির পাশে ত্রিপল টাঙিয়ে সবজি বিক্রি করেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে এঁরা অসহ্য অবস্থায় সবজি বিক্রি করতে বসেন। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে বাজার এত কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় যে বাজার করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম অবস্থায় ময়নাগুড়ি সবজি বাজার চলছে। ক্রেতা–বিক্রেতা সবাইকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কাজেই ময়নাগুড়ির সবজি বাজারকে আধুনিক বাজারে উন্নতি করা দরকার।

**বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়,**
**মিলনপল্লি, ময়নাগুড়ি।**

### বেহাল রাস্তা

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অধীন নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত সরকারপাড়া চৌরঙ্গী থেকে সাকাতী–বিএসএফ ক্যাম্প পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার জেলাপরিষদের রাস্তার বড়োই করুণ দশা। ভাঙা এবং বড়ো বড়ো গর্ত হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের সময় অনেক নেতাই এসেছিলেন, মিটিং করেছিলেন। এখন আর আসেন না। ফলে এলাকার মানুষের সঙ্গে দেখাও হয় না। ভাওয়াইয়া গানের একটি কলি মানুষের অন্তরে বাজে– 'তোমার দেখা নাইরে বন্ধু/তোমার দেখা নাই।'

এই এলাকার মানুষ আশা করেছিল, এখন দেখছে সে গুড়ে বালি। এই চার কিলোমিটার রাস্তার মেরামতির কাজ যাতে হয়, তার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং জেলাপরিষদের সদস্য ও অন্য কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**অসনা রায়,**
**ক্যামিলিয়ানগর, জলপাইগুড়ি।**

### জাতীয় যুবদিবস

১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস। দিনটি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। স্বামীজি ছিলেন বীর্যের প্রতীক। যুবসমাজকে তিনি সাহসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে দেশ ও দশের কাজে নিয়োজিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তিনি সবসময় যুবসমাজকে নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, আজকের যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত। তারা সমস্যায়, এগিয়ে যেতে অপারগ। এদের নেই সাহস ও ত্যাগ। যুবসমাজ এভাবে সমস্যায় থাকলে কখনোই দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

**দীপক বড়ুয়া,**
**বড়ুয়াপাড়া, জোড়পাকড়ি।**

### অনুরোধ

আমরা ইসলামপুর ৬ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন অজিতবাস কলোনি বাবুপাড়ার বাসিন্দা। দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ আমরা বাবুপাড়াবাসীরা যে রাস্তাটি কমলাপুর, অজিতবাস কলোনি, পালপাড়া, কলেজ মোড়, ইসলামপুর কলেজ ও অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতাম সেই রাস্তাটি বেদখল হয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ এই সমস্যাটির সরেজমিন তদন্ত করে রাস্তা দখলমুক্ত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিন।

**রঞ্জন চক্রবর্তী**
**অজিতবাস কলোনি, ইসলামপুর।**